শিক্ষাখাতে গ্রেডিং পদ্ধতির সংস্কার

আবুল কাসেম হায়দার

পূর্বে শুধু বিশেষ করে নর্থ আমেরিকান কারিকুলাম অনুযায়ী যেসব বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হতো সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রেডিং পদ্ধতি ছিল। বর্তমানে প্রায় সব সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক সরকারী-বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নিম্নোক্ত গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর আদেশ দেয়া হয়েছে। এ+ =৮০ বা এর অধিক, 'এ'=৭৫-৭৯, 'এ-'=৭০-৭৪, 'বি+'=৬৫-৬৯, 'বি'=. ৬০-৬৪, 'বি-'=৫৫-৫৯, 'সি+'=৫০-৫৪, 'সি'=৪৫-৪৯, 'ডি'=৪০-৪৪, এফ=০০-৩৯। অনেক সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এ আদেশ পালন করছে। আবার অনেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এ আদেশ না মেনে নিজস্ব গ্রেডিং পদ্ধতি চালু রেখেছে। অধিকাংশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্মত তথা নর্থ আমেরিকান কারিকুলাম অনুযায়ী পরিচালিত হয় তারা নিম্নোক্ত গ্রেডিং পদ্ধতি অনুসরণ করছে : 'এ'=৯০ এবং এর অধিক, 'এ-' =৮৫-৮৯, 'বি+'=৮০-৮৪, 'বি'=৭৫-৭৯, 'বি-'=৭০-৭৪, 'সি+'=৬৫-৬৯, 'সি'=৬০-৬৪, 'ডি+'=৫৫-৫৯, 'ডি'=৫০-৫৪, 'এফ'=০০-৪৯।

ইউজিসি ইন্টিগ্রেটেড গ্রেডিং সিস্টেম চালুর পর আগামীতে একটি সমস্যা তীব্রভাবে দেখা দেবে আর তা হচ্ছে যারা নর্থ আমেরিকায় উচ্চ শিক্ষার জন্য যাবে সেখানে এ গ্রেডিং গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ সেখানে ৯০ বা তদূর্ধ্ব নম্বরকে 'এ' ধরা হয়। আবার সেখানে 'এ+' গ্রেডিং নেই। কাজেই এদেশের কোন শিক্ষার্থী যখন নর্থ আমেরিকায় পড়ার জন্য মার্কশিট জমা দেবে তখন তার গ্রেডিং নিয়ে জটিলতা দেখা দেবে। কাজেই ইউজিসির গ্রেডিং পদ্ধতি বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পুনর্বিবেচনা করা খুব জরুরী।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে গ্রেডিং : ২০০১ সালে এসএসসি লেভেলে গ্রেডিং পদ্ধতি প্রথম চালু হয়। ২০০১ সালে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৭৬ জন, যা ২০০৮-এ উন্নতি হয়েছে ৪১,৯১৭ জন। এ বিশাল ব্যবধানের কারণে জিপিএ-৫-এর মান নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের ৭টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে বছরওয়ারি জিপিএ-৫ পাওয়ার মোট সংখ্যা দেখানো হলো।

সাল	জিপিএ-৫ পাওয়ার সংখ্যা
২০০১	৭৬
২০০২	৩২৭
২০০৩	১৩৮৮
২০০৪	৮০৯৭
২০০৫	১৫৬৩১
২০০৬	২৪৩৮৪
২০০৭	২৫৭৩২
২০০৮	৪১৯১৭

২০০১-২০০৩ সাল পর্যন্ত জিপিএ-৫ পাওয়ার সংখ্যা পরবর্তী বছরগুলোর তুলনায় অনেক কম। কারণ হিসাবে বলা যায়, ২০০৩ সাল পর্যন্ত জিপিএ-৫ পাওয়ার জন্য ৮টি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে 'এ+' অর্থাৎ ৮০-১০০-এর মধ্যে নম্বর পেতে হতো। কিন্তু ২০০৪ সাল থেকে অর্থাৎ যে বছর থেকে চতুর্থ বিষয়কে মূল্যায়নে আনা হয়েছে সে বছর থেকে একজন পরীক্ষার্থী ৩টি বিষয়ে 'এ' পেয়েও অর্থাৎ ৭০-৭৯ নম্বর পেয়েও জিপিএ-৫ পেয়ে যাচ্ছে। রেজাল্ট বের হওয়ার পর ৮টি বিষয়ে ৮০-১০০-এর মধ্যে নম্বর পেয়েছে এমন পরীক্ষার্থীর সঙ্গে ৫-৭টি বিষয়ে ৮০-১০০ নম্বর পেয়েছে এমন পরীক্ষার্থী একই কাতারে ওঠে আসছে। যেহেতু এ বছর কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে কোনো ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে না, শুধু এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই ভর্তি করা হবে সেহেতু ফলাফল প্রকাশের সময়ই জিপিএ-৫ প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সব বিষয়ে 'এ+' প্রাপ্ত এবং সব বিষয়ে 'এ+' প্রাপ্ত নয়, এমন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিভাজন দেখিয়ে ফলাফল প্রকাশ করা প্রয়োজন। এ বিভাজনটি ফলাফল প্রকাশের সময়ই করা যেতে পারে। যেমন যেসব পরীক্ষার্থী ৫টি বিষয়ে 'এ+' এবং ৩টি বিষয়ে 'এ' পেয়ে চতুর্থ বিষয়ের সুবাদে জিপিএ-৫ পেয়েছে তাদের রোল নম্বরের পাশে অতীতের মতো যে যে বিষয়ে 'এ+' পেয়েছে তা বন্ধনীর মধ্যে লেটারের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে অথবা বন্ধনীর ভেতরে সংখ্যা লিখেও প্রকাশ করা যেতে পারে। কেউ যদি ৬টি, ৭টি বা ৮টি বিষয়ে 'এ+' পেয়ে জিপিএ-৫ পেয়ে থাকে তাদের রোল নম্বরের পাশেও অনুরূপভাবে লেটার অথবা সংখ্যা লিখে ফলাফল প্রকাশ করা যায়। এভাবে ফলাফল প্রকাশ করা হলে বিদ্যালয়, পরীক্ষার্থী, অভিভাবক এবং আত্মীয়-স্বজন ফল প্রকাশের দিনই সঠিক ফলাফল জানতে পারবে। এভাবে ফলাফল প্রকাশ করা হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সব বিষয়ে 'এ+' পাওয়ার প্রতিযোগিতা চলবে।

রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা গ্রেড 'এ+'-এর নম্বরের ব্যবধান ২০ হওয়ার কারণে মেধার সঠিক মূল্যায়ন হয়নি বলে মন্তব্য করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রধান, শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকগণ 'এ+'-এর নম্বরের ব্যবধান ২০ হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় বলে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু মেধাবী শিক্ষার্থীরা এই গ্রেডের মধ্যেই অবস্থান করে, সেহেতু ২০ নম্বরের ব্যবধান রেখে মেধা যাচাই করা কঠিন। যতদিন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ধাপটি (৮০-১০০) ভেঙে দুটি করা না হবে ততদিন পর্যন্ত জিপিএ-৫ পাওয়ার সংখ্যা বাড়তেই থাকবে এবং মেধারও সঠিক মূল্যায়ন হবে না। ফলে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীরা ভালো কলেজগুলোয় ভর্তি হতে পারবে না। উল্লেখ্য, ২০০২-০৩ সালে পাস করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা জিপিএ-৫ পেয়েছে তাদের সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন পর্যায়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে এবং তাদের ভালো ভালো কলেজে সরাসরি ভর্তির সুযোগও দেয়া হয়েছে। অথচ ২০০৪-২০০৭ সালে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভালো কলেজগুলোতে ভর্তি হতে হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ২০০৪ সাল থেকে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের মানের যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে। কাজেই গ্রেডিং পদ্ধতির সংস্কার আবারও প্রয়োজন। বিশেষ করে বর্তমান গ্রেডিং পদ্ধতির সর্বোচ্চ শ্রেণী ব্যাপ্তির বিভাজন অতীব প্রয়োজন। যেহেতু মেধার অবস্থান এই শ্রেণীতে কাজেই ২০ নম্বরের ব্যবধান রেখে সঠিক মেধা যাচাই সম্ভব নয়। অতএব সঠিক মেধা যাচাই করার জন্য বর্তমান গ্রেডিং পদ্ধতির নিচের পুনর্বিন্যাসটি বিবেচনা করা যেতে পারে :

শ্রেণী ব্যাপ্তি	গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট
৯৫-১০০	এ+	৫
৯০-৯৪	এ	৪.৭৫
৮৫-৮৯	এ-	৪.৫
৮০-৮৪	বি+	৪.২৫
৭৫-৭৯	বি	৪
৭০-৭৪	বি-	৩.৫
৬৫-৬৯	সি+	৩
৬০-৬৪	সি	২.৫
৫৫-৬৯	ডি+	২
৫০-৫৪	ডি	১
০০-৪৯	এফ	০

সুপারিশ

১. গ্রেডিং পদ্ধতি এসএসসি, এইচএসসি তথা উচ্চ শিক্ষার সর্বত্র একই নিয়মে হওয়া উচিত। এটি নর্থ আমেরিকান কারিকুলাম অনুযায়ী হলে ভাল হয়। ইউজিসি কর্তৃক সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে গ্রেডিং সেটি এবং এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ের গ্রেডিং পদ্ধতি সংস্কার করে উপরে যেটি প্রস্তাব করা হয়েছে তা বাস্তবায়ন করা উচিত।

২. এ গ্রেডিং পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য একটি জাতীয়ভিত্তিক কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। যেখানে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের খ্যাতনামা; অভিজ্ঞ শিক্ষক, শিক্ষাবিদরা থাকবেন। এছাড়া যারা আন্তর্জাতিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ করে নর্থ আমেরিকান শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে পরিচিত থাকবেন।

৩. বর্তমানে এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে জিপিএ-৫ পাওয়ার যে জোয়ার তা বন্ধ করতে হলে শিক্ষক ও পরীক্ষকদের খাতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আরো বেশী যত্নশীল হওয়া দরকার। এজন্য একটি সুস্পষ্ট নীতিমালাও থাকা প্রয়োজন। কারণ যদি এত ব্যাপক হারে জিপিএ-৫ পায় তবে এর কোন মূল্য থাকবে না। অর্থাৎ জিপিএ-৫ পাওয়ার যোগ্য ছাত্রছাত্রীই কেবল জিপিএ-৫ পাওয়া উচিত। এক্ষেত্রে পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন আরো কঠোরভাবে করতে হবে।

লেখক : কলামিস্ট, চেয়ারম্যান ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, ভাইস চেয়ারম্যান, এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস অব বাংলাদেশ

17 AUG 2008